যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৯৯৯

১/ বিবিধ

আরবী

إن القبلة لا تنقض الوضوء، ولا تفطر الصائم

ضعيف

أخرجه إسحاق بن راهويه في " مسنده " (4 / 77 / 2 مصورة الجامعة الإسلامية) قال: أخبرنا بقية بن الوليد: حدثني عبد الملك بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم وقال: فذكر الحديث وقال: " يا حميراء إن في ديننا لسعة " قال إسحاق: " أخشى أن يكون غلطا ". قلت: وهذا إسناد ضعيف، ورجاله ثقات غير عبد الملك بن محمد، أورده الذهبي في " الميزان " لهذا الحديث مختصرا بلفظ الدارقطني الآتي، وقال: " وعنه بقية بـ (عن) ، قال الدارقطني: ضعيف ". وكذا في " اللسان " لكن لم يقع فيه: بـ (عن) ". والمقصود بهذا الحرف أن بقية روى عنه معنعنا، ويشير بذلك إلى رواية الدارقطني للحديث في " سننه " (ص 50) قال: وذكر ابن أبي داود قال: أخبرنا ابن المصفى: حدثنا بقية عن عبد الملك بن محمد به مختصرا بلفظ: ليس في القبلة وضوء

وقد خفيت على الذهبي رواية إسحاق هذه التي صرح فيها بقية بالتحديث، ولعله لذلك لم يذكر الحافظ في " اللسان " قوله: " بـ (عن) ". والله أعلم

والحديث أورده الزيلعي في " نصب الراية " (1 / 73) من رواية ابن راهويه كما ذكرته، دون قول إسحاق: " أخشى أن يكون غلطا " وسكت عليه ولم يكشف عن علته وتبعه على ذلك الحافظ في " الدراية " (ص 20) وكان ذلك من دواعي تخريج الحديث

هنا وبيان علته وإن كان معنى الحديث صحيحا كما يأتي في الذي بعده، ففي هذا الحديث ـ ومثله كثير ـ لأكبر دليل على جهل من يزعم أنه ما من حديث إلا وتكلم عليه المحدثون تصحيحا وتضعيفا! ثم إن قول إسحاق: " أخشى أن يكون غلطا فالذي يظهر لي ـ والله أعلم ـ أنه يعني أن الحديث بطرفيه محفوظ من حديث عائشة رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم فعلا منه، لا قولا، فكان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، كما يأتي في الحديث الذي بعده، كما كان يقبلها وهو صائم. فأخطأ الراوي، فجعل ذلك كله من قوله صلى الله عليه وسلم. وهو منكر غير معروف. والله أعلم

বাংলা

৯৯৯। চুমু দেয়া উযু ভঙ্গ করে না আর সওমও ভাঙ্গে না।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি ইসহাক ইবনু রাহওয়াহে তার "মুসনাদ" (৪/৭৭/২) গ্রন্থে বাকিয়াহ ইবনুল ওয়ালীদ হতে তিনি আব্দুল মালেক ইবনু মুহাম্মাদ হতে তিনি হিশাম ইবনু উরওয়াহ হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সওম অবস্থায় চুমু দিয়ে উক্ত কথা বলেনঃ ...।

ইসহাক বলেছেনঃ আমি হাদীছটি ভুল হওয়ার আশংকা করছি।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি দুর্বল। আব্দুল মালেক ইবনু মুহাম্মাদ ছাড়া সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য । হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে হাদীছটি দারাকুতনীর নিম্নের সংক্ষিপ্ত বাক্যে ليس في القبلة وضوء উল্লেখ করে বলেছেনঃ এটি বাকিয়াহ কর্তৃক আন্ আন্ করে বর্ণনাকৃত। দারাকুতনী বলেনঃ তিনি দুর্বল। অনুরূপ কথা "আল-লিসান" গ্রন্থেও এসেছে। তবে তাতে আন্ আন্ করে আসেনি। বাকিয়াহ স্পষ্ট করে বলেছেন যে, তার কাছে হাদীছটি বর্ণনা করা হয়েছে। ইসহাকের এ বর্ণনাটি যাহাবীর নিকট লুক্কায়িতই রয়ে গেছে। সম্ভবত এজন্যই হাফিয ইবনু হাজার “আল-লিসান" গ্রন্থে আন্ আন্ করে বর্ণনা করেননি।

যায়লাঈ "নাসবুর রায়া” (১/৭৩) গ্রন্থে ইসহাকের বর্ণনায় হাদীছটি উল্লেখ করে চুপ থেকেছেন। তিনি তার কোন সমস্যা বর্ণনা করেননি। হাফিয ইবনু হাজারও "আদ-দেরায়াহ" (পৃঃ ২০) গ্রন্থে তার অনুসরণ করেছেন। এ কারণেই আমি এখানে হাদীছটির তাখরীজ করেছি এবং তার সমস্যা বর্ণনা করেছি। যদিও হাদীছটির অর্থ সহীহ। যেমনটি পরবর্তীতে আসবে।

ইসহাক যে বলেছেনঃ আমি হাদীছটি ভুল হওয়ার আশংকা করছি।

আমার নিকট প্রকাশ পাচ্ছে যে, তিনি তার এ কথা দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন হাদীছটির দু দিক আয়েশা (রাঃ) হতে ফে'লী হাদীছ হিসাবে নিরাপদ, কাওলী হাদীছ হিসাবে নয়। কারণ তিনি তার কোন কোন স্ত্রীকে চুমু দিতেন অতঃপর উযূ না করেই সালাত আদায় করতেন। যেমনটি পরবর্তী হাদীছে আসবে। তিনি তাঁর কোন কোন স্ত্রীকে সওম অবস্থাতেও চুমু দিতেন। (এটি বুখারী, মুসলিম ও অন্য বিদ্বানগণ বর্ণনা করেছেন)। বর্ণনাকারী ভুল করে উভয় অংশকে কাওলী হাদীছ হিসাবে উল্লেখ করে দিয়েছেন। আর এটিই মুনকার, পরিচিত নয়।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71878

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন